দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঝিলেতের-চিঠি

এবার শিক্ষায় সঙ্কট—

ড্যাফোডিল ফুটে ঝরে গেছে। রাস্তার পাশের গাছে ঝেরি আর আপেলের ফুল ফুটেছে। বাগানে আর পার্কে টিউলিপ ফুটেছে। হিসাব অনুযায়ী এটা বসন্তকাল।' কিন্তু আজ সকালেই টেলিভিশনের আবহাওয়া পাঠক মহিলা বললেন, "আবার শীতকাল ফিরে এসেছে।" কথাটা যে এতটুকুও অত্যুক্তি নয়, তা আক্ষরিকভাবে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ইস্টারের ছুটিতে গিয়েছিলাম ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ বেড়াতে। সেখানে লোকশিল্পের যাদুঘর দেখতে গেলাম, খোলা আকাশের নিচে বিশাল এলাকা জুড়ে চমৎকার সেই যাদুঘর, যেখানে প্রাচীন কেল্টিক ও ওয়েলস সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে। সামান্য ঠাণ্ডা হলেও অসহনীয় ছিল না। অথচ পরের দিন ফেরার সময় চারদিক ঘেরা কোচ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় জমে গেলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল, সেই সঙ্গে হাওয়া আর তার ওপর আবার সারা দিন বৃষ্টি পড়েছে, কোচও নির্ধারিত

ঊর্মি রহমান

সময়ের বেশ পরে ছাড়ল। শীতকালেও এত কষ্ট পাইনি। এ সময় বৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এত বেশি ঠাণ্ডা সাধারণত পড়ে না। অধিকাংশ মানুষ সমস্ত গরম কোট, ভারী সোয়েটার তুলে ফেলেছিল। আবার সব টেনে টেনে নামাতে হলো। স্কুলে ছেলেমেয়েদের অবশ্য এখনও ছুটি চলছে। স্কুল খুললেই সামনে পরীক্ষা, স্কুল ফাইনাল (জিসিএসই), প্রি-মক। তারপর সেই বহুপ্রতীক্ষিত সামার। তবে আবহাওয়ার তাবগতিক সুবিধার নয়। শীতকালে তেমন শীত পড়ল না, বসন্তে এসে যেন শীতের টনক নড়ল, দেখা দেবার সময় হলো।

এদিকে শিক্ষাবিভাগে বেশ সঙ্কট চলছে। ন্যাশনাস ইউনিয়ন অব টিচারস বা এনইউটি'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এই সময় বেতন ও ক্লাসের আকার নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দু'টি প্রধান ইউনিয়ন ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিয়েছে। আর একটিও তাদের অনুসরণ করবে বলে মনে হয়। মূল বক্তব্য হচ্ছে ক্লাসের সাইজ খুব বড়। শিক্ষক/শিক্ষিকারা ৩০ জনের বেশি ছাত্র/ছাত্রী নিতে রাজি নন। আসলে এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর প্রতি আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে হয় বলে জন্য ক্লাসে বেশি ছাত্র/ছাত্রী থাকলে সামলানো সত্যি কঠকর হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক/শিক্ষিকারা রাষ্ট্রীয় পাঠক্রমের পরীক্ষার বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছেন। তবে মূল সমস্যা ছাত্র/ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বল্পতা। এ রকম প্রস্তাবও এসেছে যে, ছাত্র/ছাত্রীরা পালা করে ক্লাসে যাবে। অর্থাৎ সপ্তাহের কোন কোন দিন তারা স্কুলে যাবে না। কে কবে স্কুলে যাবে না যাবে, সেটা তাদের মা-বাবাদের আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া হবে। তার অর্থ মা-বাবাদের হয় কাজ কামাই করতে হবে, অথবা সন্তানের দেখাশোনার জন্য চাইল্ড মাইন্ডারকে টাকা দিতে হবে, যার একটিও কারও কাম্য নয়। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য এটা খুব বেশি বিভ্রান্তিকর হবে। শিক্ষা খাতে তহবিল সংক্রান্ত যে আন্দোলনে শিক্ষক/শিক্ষিকা, মা-বাবা এবং গবর্নররা একসঙ্গে রয়েছেন, তাতে ফাটল ধরতে পারে। ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে সেটা তাদের লেখাপড়া এবং নিজেদের বাস্তব অসুবিধার কারণে কোন মা-বাবা পছন্দ করবেন না। শিক্ষক/শিক্ষিকারা ধর্মঘট করলে গবর্নররা খুশি হবেন না। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কতদূর কি হবে বলা কঠিন।

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর। আর সম্ভবত এই প্রথম তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন লেবার পার্টির নেতা টনি ব্লেয়ার। কিছু কিছু ইউনিয়নের নেতাও এই সিদ্ধান্তে খুশি নন। তাঁদের মতে, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছ থেকে এটা রাজনৈতিক সক্রিয়বাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সম্মেলনে লেবার পার্টির শিক্ষাবিষয়ক মুখপাত্র ডেভিড ব্ল্যাঙ্কেটের সঙ্গেও কিছু কিছু 'ট্রটস্কাবাদী' শিক্ষক/শিক্ষিকা খারাপ ব্যবহার করেছেন, যার নিন্দাও প্রধানমন্ত্রী এবং লেবার নেতা করেছেন। তিনি বলেছেন, অল্প কজনের জন্য বিশালসংখ্যক শিক্ষক/শিক্ষিকার পেশাগত দক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী জিলিয়ান শেফার্ড ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছে ধর্মঘট না করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি এ রকম ইঙ্গিতও দিয়েছেন, তিনি শিক্ষা খাতের জন্য যে বাড়তি অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছেন এই অসন্তোষ তারও ক্ষতি করবে।

স্কুলের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা নিয়ে ইদানীং খুব কথাবার্তা হচ্ছে। সেটা হলো ছাত্র/ছাত্রীদের সহিংস আচরণ, যার শিকার অধিকাংশে সময় শিক্ষক/শিক্ষিকারা হন। গুলশান, একটি সাত বছরের শিশু অত্যন্ত উদ্ধততাবে শিক্ষককে বলেছে, "আপনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনি তো আমাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারবেন না।" কথাটা মিথ্যা নয়। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের হাত-পা বাঁধা। এমনকি কোন শিক্ষকে সামান্য ছুঁলেও অভিযোগ উঠতে পারে যে তিনি যৌন উদ্দেশ্যে তাকে ছুঁয়েছেন। সেকেন্ডারি স্কুলের একটু বড় ছেলেদের হাতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রহৃত হবার কথাও শোনা যায়।

এক শিক্ষিকা এক ছাত্রের হামলার কারণে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন এবং তিনি কাউন্সিলের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনে ৫০,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ঐ দুর্বিনীত ছাত্রটিকে আগেই স্কুল থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত ছিল। হ্যাজেল স্পেল ইয়াং একটি প্রাথমিক স্কুলে ১৮ বছর চাকরি করার পর এই ঘটনা ঘটে। বিবরণে জানা গেছে যে, খারাপ আচরণের জন্য আট ছাত্রকে ডিটেনশন দেবার পর তাদের একজন জানালা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলে তিনি এবং তাঁর আরও দুই সহকর্মী তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলেন। ছেলেটি তার থুতনির নিচে সজোরে একাধিক ঘুষি মারে এবং তিনি ঘাড় বেয়ে ডান হাত পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। এখন তাঁকে সর্বক্ষণ নেক ব্রেস পরে থাকতে হয়। তাঁর ডানহাতে আংশিক পক্ষাঘাত হবার ফলে তাঁকে বাঁহাত দিয়ে সব কাজ করতে হয়। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল মাস্টার্স ইউনিয়ন অব উইমেন টিচার্স-এর আঞ্চলিক সচিব বলেছেন, এ ব্যাপারে গবর্নরদের দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁরা যদি জানতে পারেন কোন ছাত্র/ছাত্রী অত্যন্ত অবাধ্য, দুর্বিনীত ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী, তাহলে তাকে আগেই সরিয়ে নেয়া উচিত। হ্যাজেল স্পেল ইয়াং বলেছেন, "শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শেখাবার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া

(১০-এর পাতায় দেখুন)

এবার শিক্ষায় সঙ্কট—

(৪ এর পাতার পর)

হয়, সাজা পুলিশ হবার জন্য নয়।" তিনি মনে করেন, আজকাল মা-বাবারাও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আগের মতো সম্মানের চোখে দেখেন না, ফলে সেটা ছেলেমেয়েদের ওপরও প্রতিফলিত হয়। কথাটা মিথ্যা নয়। সেদিন এই ঘটনার প্রসঙ্গেই টেলিভিশনের প্রভাতী অনুষ্ঠানে স্কুলের দুর্বিনীত এক ছাত্রের মায়ের সাক্ষাতকার নেয়। ঐ মহিলা তাঁর ছেলের অবাধ্য আচরণের ফলে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কতটা নাজেহাল হয়েছেন, সে কথা বলতে গিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়লেন যেন সেটা কত মজার ঘটনা।

কিন্তু এর সমাধান কিভাবে করা যাবে, সে ব্যাপারে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব এ পর্যন্ত আসেনি। আবার ছুলে বেত ফিরিয়ে আনা যায় কিনা, সেটাও কেউ কেউ বলে দেখেছেন। শারীরিক শাস্তি কতটা কার্যকর সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাহলে এসব দুর্বিনীত বালক/বালিকা কিংবা কিশোর/কিশোরীকে কিভাবে সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো যায়, সেটা সত্যি ভাবনার বিষয়!

টোরি না স্বতন্ত্র!

আগামী মাসে গোটা দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষমতাসীন দল মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, প্রধান বিরোধী দল এক শ' ভাগ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তবে দলটি টোরি দলের চাইতে বেশি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। কনজারভেটিভ পার্টি ৭০.৬ শতাংশ আসনে, লেবার পার্টি ৭৮.৬ শতাংশ আসনে এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টি ৬৩.৫ শতাংশ আসনে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। তবে যথেষ্টসংখ্যক প্রার্থী খুঁজে না পাবার সমস্যার চাইতে এখন টোরি দলের সামনে যে সমস্যা রয়েছে সেটা হলো, দলের পুরনো সদস্যদের অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা হয়ত দলের পতাকার তলে দাঁড়াতে সাহস করছেন না। তাঁরা প্রচারণায় দলের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা বা দলীয় সদস্য হিসাবে তাঁদের অবদানের কথা না উল্লেখ করে তাঁরা কত বছর স্থানীয় সরকারে কাজ করেছেন অথবা কাউন্সিলের জন্য কি অবদান রাখতে পারেন, সেসব অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন। এতে স্বভাবতই লেবার পার্টি উল্লাস বোধ করছে। লেবার পার্টির স্থানীয় সরকারবিষয়ক মুখপাত্র ফ্র্যাঙ্ক ডবসন বলেছেন, কোন ভোটার ব্যালট কাগজে একটি ক্রস দাগ দেবার আগেই কনজারভেটিভ পার্টিকে সেই দলেরই কাউন্সিলর এবং প্রার্থীরা পরাজিত বলে অভিহিত করছে। কিন্তু টোরি দলের চেয়ারম্যান জেরেমি হ্যানলি বলেছেন, পল্লী এলাকার অনেক প্রার্থীই স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়ান। এতে অগৌরবের কিছু নেই। লেবার যেমনটা বলছে যে, তাঁরা সমঝোতা করছেন, সেটা ঠিক নয়। তিনি সে কথা বললেও তাঁর কণ্ঠে কতটা আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে, সে ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ আছে। কারণ আসলেই টোরিদের অবস্থা খুব শোচনীয়। একমাত্র মিরাকল ছাড়া তাদের ভরাডুবি কেউ রুখা করতে পারবে বলে মনে হয় না।